দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 18 DEC 2015
পৃঃ ১ কলাম ২

ঢাকা কলেজ ছাত্র ও ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষে আহত ৩০

নূরজাহান মার্কেটে আগুন-ভাঙচুর

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

রাজধানীর নিউমার্কেট এলাকায় ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষে পথচারীসহ অন্তত ৩০ জন আহত হয়েছে। কাপড় কেনা নিয়ে কথা কাটাকাটির জের ধরে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নূরজাহান মার্কেটের দোকান মালিক-কর্মচারীদের মধ্যে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে দফায় দফায় সংঘর্ষ চলাকালে মিরপুর সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

শিক্ষার্থীরা মার্কেটের বেশ কয়েকটি দোকান ভাংচুর করে এবং দোকানের দামি কাপড় জ্বালিয়ে দেয়। এসময় তারা রাস্তায় চলাচলকারী ৭/৮টি যানবাহন ভাংচুর করে। এক পর্যায়ে মার্কেটের সামনে রাখা তিনটি মোটরসাইকেলও তারা জ্বালিয়ে দেয়। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ইট-পাট-কেলের আঘাতে পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৩

ঢাকা কলেজ ছাত্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আহত ৬ জনকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তারা হলেন: ধানমন্ডির কাপড় ব্যবসায়ী নুরুল ইসলাম (৪৮), গাজীপুর সিটি করপোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা হামিদা আক্তার (৪০), ঢাকা কলেজের ছাত্র শান্ত (২০) ও ইমরান হোসেন (২৪), ফুটপাতের দোকানি রনি (২৪) এবং দোকান কর্মচারী আলমগীর হোসেন (২২)। এদের মধ্যে শান্তর অবস্থা গুরুতর বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র ও পুলিশ জানায়, ঢাকা কলেজের ছাত্রলীগ নেতা ও দক্ষিণ ছাত্রাবাসের ছাত্র আনোয়ারের কর্মী জাফর ও মাহবুব গতকাল বেলা ৩টার দিকে নূরজাহান মার্কেটে শাড়ি কিনতে যান। এ সময় দাম নিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাদের বাকবিতণ্ডা হয়। তারা দোকানদার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যের অর্ধেক দামে শাড়ি কিনে নিতে চায়। এর একপর্যায়ে সেখানকার ব্যবসায়ীরা একজোট হয়ে জাফর ও মাহবুবকে আটকে ব্যাপক মারধর করে। পরে ওই দুইজন ছাত্রাবাসে ফিরে গিয়ে অর্ধশতাধিক ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে নূরজাহান মার্কেটে গিয়ে হামলা চালায়। কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যবসায়ীরা সংগঠিত হয়ে ফিরে এলে দুই পক্ষের সংঘর্ষ বাঁধে।

পুলিশের রমনা বিভাগের উপ-কমিশনার আবদুল বাতেন বলেন, উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পরে মার্কেটের নেতা ও কলেজের ছাত্র নেতাদের অনুরোধ করা হলে তারা নিজেদের অবস্থানে ফিরে যান। পুলিশের অ্যাকশন নেয়ার প্রয়োজন পড়েনি।